আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীত কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে শীত কম্বল বিতরণ অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন,বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন,সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম , জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম লিটন, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আঃ ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, ফারুক হোসেন, রেজাউল হক তোতা, রতন আলী, সাইদুল ইসলাম, খন্দঃ সজিব, সিরাজুল ইসলাম,বণিক সমিতির স্টাফ বজলুর রহমান।

পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মোট ৪৫০ জনকে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয।

এ সময় সভাপতি আরেফিন মিয়া বলেন, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতি জন্মলগ্ন থেকে একটি ব্যবসায়ি সংগঠন,আলমডাঙ্গার ব্যাবসায়িদের সবচাইতে বড় সংগঠন হিসেবে পরিচিত এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর শীতার্ত মানুষদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করে থাকি।

এছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে। গরীব দুস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা বণিক সমিতির মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এসে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের পাশে দাঁড়ান। বণিক সমিতির ফান্ড থেকে ৩০০ টি ও বণিক সমিতির কার্যকরি পরিষদের সকল সদস্য ১০০০/ও সদস্য ৫০০ শত টাকা করে উত্তোলন করে বাকি ২৫০ টি কম্বল ক্রয় করে দুস্থ গরীব ও বাজারের পাহারাদার দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় রোটারী অজয় সুরেকা দম্পতির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকার ব্যাক্তিগত অর্থায়নে আজ সকালে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকাসহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক জাকির হোসেন, রোটারিয়ান রুয়াইম রাব্বি এমপিএইচএফ এমডি, জাহিদুল ইসলাম রনিসহ রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩২৮১ এর অ্যাডিশনাল গভর্নর রোটারিয়ান অজয় সুরেকা এমপিএইচএফ জানান, সারাদেশের মতো কুষ্টিয়াতেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কনকনে শীতে পৌর এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা যারা রোটারী করি এসব রোটারিয়ানরা নিজেদের উপার্জনের অর্থের একটি অংশ সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকি। রোটারীর মাধ্যমে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা একটি মহৎ কাজ। সমাজের বিত্তবানদের সকলের উচিত যার যার অবস্থান থেকে রোটারীর ন্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। তাহলেই আগামীর জন্য একটি সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

এদিকে কম্বল পেয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষ বলেন, রোটারী ক্লাবের অজয় সুরেকা ও তর পরিবারের পক্ষ পক্ষ থেকে এই তীব্র শীতে কম্বল উপহার পেয়ে আমাদের অনেক উপকারে লাগবে। শীত লাঘব হবে। কম্বল পেয়ে একটু আরাম পাবো।

আলমডাঙ্গায় শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের শাখা কার্যালয়ে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,সাধারণ সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক নাট্যকার হামিদুল ইসলাম,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরির মালিক হাজী লিটন মিয়া,কবি আব্দুল খালেক,কবি জোয়াদ আলী মন্ডল,বিশারত মন্ডল,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আবুল কালাম আজাদ,সানবিম ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষক বাবু,আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারে এসে পৌছালে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্নিগ্ধা দাস।এ সময় প্রধান বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে।

গরীব দুঃস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা প্রশাসনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।সমাজের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

এখানে কবি গোলাম রহামন প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বলে জানতে পারলাম,তাই তার শীত বস্ত্রের সাথে সরকারি ত্রাণের কম্বল বিতরণ করা হল।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে মিথ্যাচার

গত বছরের অক্টোবরে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তি করায় এক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে রংপুর সাইবার ট্রাইব্যুনালে। মামলাটি করেছে গাইবান্ধা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শেখ রোহিত হাসান রিন্টু। রংপুর সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক ড. আব্দুল মজিদ মামলাটি আমলে নিয়ে গাইবান্ধা সদর থানা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত আসামী গ্রেফতার হয়নি।

সম্প্রতি কুড়িগ্রামে জাতীয় পার্টির প্রার্থী পনির উদ্দিন আহমেদ এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে কটুক্তিমুলক বক্তব্য দেন। তবে সেক্ষেত্রে কোন মামলা হয়নি। এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে কুড়িগ্রাম জেলা যুবলীগ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করেছেন পটুয়াখালী জেলা পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ আ’লীগ নৌকা মার্কার প্রার্থীর উপজেলা শাখার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম রনো। তার প্রতিবাদে গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আ’লীগের শ্রম উপকমিটির সদস্য কামরান শহীদ প্রিন্স মহব্বত তার নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন। এক্ষেত্রেও কোন মামলা হয়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের ২০২৪ সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশ সরকার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সরকারের সমালোচনা করার জন্য মানুষকে গ্রেপ্তার করে ভিন্নমত দমন করেছে এবং সাধারণ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন-পীড়ন ও সহিংসতার মাধ্যমে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের অঙ্গীকারকে ক্ষুন্ন করেছে। সরকার বরাবরই বাক স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছে। কারো বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত মামলা করেনি। মামলা হয়েছে ব্যক্তিপর্যায়ে। দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর ২৫ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি কোন ওয়েবসাইট কিংবা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণু করে বা বিভ্রান্তি ছড়ায় কিংবা একই উদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা জানা

থাকা সত্ত্বেও কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করতে সহায়তা করেন তাহলে সেটি অপরাধ। দেশের আইন অনুযায়ী যে কেউ মামলা করতে পারে। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা সরকার টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে আসে। এই নির্বাচনের ওপরে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট প্রক্রিয়ায় আস্থা না থাকার কারণে প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছিল। অথচ বিএনপি এবং তাদের সহযোগী কয়েকটি দল নির্বাচন বর্জন করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবিতে। বাংলাদেশের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোন সুযোগ নেই। সেটি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া আর তাতে একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা থাকায় সংবিধান লঙ্ঘন করা হতো। এছাড়া পশ্চিমা কয়েকটি দেশ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং বিভিন্ন দেশ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলেছে। তাই হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই দাবিও মিথ্যা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে। যা একেবারেই বানোয়াট। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। আর সেটি রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিজেদের মধ্যেই। অনেক গণমাধ্যমে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এসেছে। অনেক আন্তর্জাতিক গনমাধ্যমেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের সরবরাহ করার জন্য অস্ত্রের কারখানাও ওই এলাকায় গড়ে তোলা হয়। স্থানীয় নাগরিকরা বরং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে ওই এলাকায় আতংকে আছে।

কক্সবাজারের উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবীর চৌধুরী জানান, আমরাই এখন আতঙ্কে থাকি। রোহিঙ্গারা আসার পর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা চুরি, ডাকাতি, খুন, অপহরণ, মাদকসহ নানা ধরনের অপরাধে যুক্ত। এলাকার অনেক মানুষকে তারা অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে। আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। আপাতত রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘিরে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি।

আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান, ২০১৭ সালের আগেও ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় মাদকের এত বিস্তার ছিল না। রোহিঙ্গারা আসার পর মাদকের বিস্তার বেড়েছে। আর এই মাদকের কারণে অস্ত্রের ব্যবহারও বাড়ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো সীমান্তের এত কাছে যে, অপরাধীরা কোনোভাবে সীমান্ত পার হলেই এদের ক্যাম্পে চলে আসে। আর কোন সন্ত্রাসী যদি ওই ক্যাম্পে একবার ঢুকে পড়ে তাহলে তাকে ধরা বেশ কঠিন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার নির্বাচনের আগে বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৮ হাজারেরও বেশি নেতা ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে, যেন তাদেরকে প্রতিযোগিতায় অক্ষম করা যায় এবং বিরোধী নেতাদের অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা যায়- সে চেষ্টা করা হয়। এটি আরেকটি মিথ্যাচার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের। শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট মামলার প্রেক্ষিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মধ্যেও অনেকেই জামিনে বাইরে আছেন।

বাংলাদেশী মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, নিরাপত্তাবাহিনী ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ টিরও বেশি জোরপূর্বক গুমের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং প্রায় ১০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগের উদ্বেগজনক বৃদ্ধিও লক্ষ্য করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার র্যা পিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নামক একটি সশস্ত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসার পর জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটি আরেকটি মিথ্যাচার। বাংলাদেশে ‘জোর করে গুমের’ শিকার ৭৬ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। কিন্তু এই তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতাকে। তালিকায় থাকা ৭৬ জনের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে যার প্রমাণ মিলেছে। আবার অনেক তালিকাভুক্ত পলাতক আসামির নাম রয়েছে এখানে। যার কারণে যেই এনজিওগুলোর ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে, সেই এনজিওসহ প্রশ্ন উঠছে খোদ জাতিসংঘের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন তুলেছেন জাতিসংঘের তালিকা নিয়ে। তিনি বলেছেন, জাতিসংঘ তাহলে তদন্ত করে না কেন? ভয়েজ অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন, এ রকম অভিযোগ অনেকে অনেক কিছু দেয় কিন্তু তার কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। কোনো নাম দিতে পারে না, কোনো কিছুই দিতে পারে না।

‘অনেক সময় দেখা যায়, বলা হচ্ছে অমুক লোক নাই কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সে ঠিকই জীবিত আছে। আবার কেউ অনেক সময় নিজেরাই পালায়। অনেক সময় ধার-কর্য করে নিজেরাই লুকিয়ে পড়ে; সে ধরনের ঘটনাও আছে। প্রত্যেকটা কিন্তু খোঁজ করে বের করা হচ্ছে,’ বলেন শেখ হাসিনা।

তিনি আরও বলেন, ‘যেখানে এতগুলো নাম দেওয়া হলো, তার মধ্যে কয়েকটা ঘটনাই পাওয়া গেছে সত্য। সেগুলোর সম্পর্কে ঠিকই রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। আর রিপোর্ট দেওয়া হলো না কেন নিজেরা তারা তদন্ত করে দেখুক। নিজেরা তদন্ত করে না কেন, সেটাই তো আমার প্রশ্ন। সেটা করুক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি, নজরদারি এবং আটক করা হচ্ছে। অথচ শুধুমাত্র মিথ্যা তথ্য প্রচার করার জন্য মানবাধিকার কর্মী আদিলুর এবং নাসিরউদ্দিন এলানকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতেও প্রমান হয়েছে। আর তাতে আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। যদিও রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে এখন জামিনে বাইরে আছেন আদিলুর এবং এলান।

গাংনীতে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল ৩ টা সময় কাথুলীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শীত বস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শীত বস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে এলাকার ২০০ জন অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ১ টি করে কম্বল দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন ভালোবাসা বিনিময় করেন।

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তার অনুপ্রেরণায় এক ঝাক তরুণ ছেলে মেয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে। যা আজকে ১ বছর পূর্তি হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, ব্লাড ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সভাপতি বাশারুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টা নাছিম আহম্মেদ, উপদেষ্টা ও ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, অনলাইন কার্যক্রম উপদেষ্টা ফারজানা দ্বীপা, সাবেক ইউ পি সদস্য ভাবিরন নেছা, মোশারোফ হোসেন, ইউনিয়ন ভোলেন্টিয়ার ফোরামের সভাপতি মফিজুর রহমান,সহ কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের সকল এক্টিভ সদস্য বৃন্দ।

এ বিষয়ে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন এর সভাপতি বাশারুল ইসলাম বলেন ১ বছরে এই সংগঠন ৩ ৯৬ ব্যাগ রক্ত দিতে সক্ষম হয়েছে।এবং কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে নিজের জেলা ছাড়াও রাজশাহী, ঢাকা ,কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, জোন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

পাশাপাশি আশেপাশের অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এই সংগঠন। সকলের ভালোবাসা পেলে আরো এগিয়ে যাবে বলে আশা রাখছি।

জীবননগরের মনোহরপুর ইউনিয়ন ফ্রি চিকিৎসা প্রদান

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে মনোহরপুর ইউনিয়ন প্রবীন কেন্দ্রে ক্যাম্প হার্ট ও ডায়াবেটিস রোগের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

আজ সোমবার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে দিন ব্যাপী এ চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ইউনিয়ন প্রবীন কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন। ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন হার্ট স্পেশালিষ্ট চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডাঃ মোঃ আবুল হোসেন। সহযোগি হিসাবে ছিলেন সহকারী মেডিক্যাল অফিসার জাহিদুল ইসলাম। এ চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে চিকিৎসা নেন মনোহরপুর ইউনিয়নের ১২০ জন নারী পুরুষ।

এ ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পের সার্বিক সহযোগিতা করেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর মোঃ আওয়াল হোসেন, ইউনিয়ন সহকারী মেডিক্যাল অফিসার সোহেল রানা ও মোঃ আসাদুজ্জামান।

কাথুলী ব্লাড ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেশে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্নয়

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কাথুলী ব্লাড ব্যাংক ফাউন্ডেশনের গাংনীর নওপাড়াতে বিনামূল্যে ২০০ জনের গ্রুপ নির্নয় করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল থেকে দিনব্যাপি এই গ্রুপ নির্নয় চলমান রেখেছিলেন।

কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন (কইঋ)’ একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন। ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ ‘এরভঃ ষরভব, মরাব নষড়ড়ফ’ এ শ্লোগান নিয়ে ১লা জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখ স্বেচ্ছায় রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে -এর শুভ সূচনা ।

ইতিমধ্যে সামাজিক এই সংগঠন নিজ গ্রাম ইউনিয়ন নিয়ে কার্ক্রম শুরু করলেও বর্তমানে সাড়া ফেলেছে দেশের গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি জোনে। কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও ঢাকা জোনকে সহায়তা করার জন্য নিয়মিত রক্তদাতা সংগ্রহ, বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপিং প্রোগ্রাম, সমাবেশ, কর্মশালার আয়োজন ও

রক্তদাতাদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি নতুনদের রক্তদানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কাজ করে চলেছেন।

এ বিষয়ে কাথুলী ব্লাড ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সভাপতি বাশারুল ইসলাম জানান আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তাদের রক্তের গ্রুপ জানতে পারবে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসবে।
“রক্ত দান করলে কোন ক্ষতি হয় না”আসুন চার মাস মেয়াদে রক্তদান করি। ‘আমরা কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যে ধরনের কার্যক্রম সমূহ চলমান রেখেছি তা হলো, ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’
- এর স্বেচ্ছাসেবকরা মেহেরপুর জেলার গ্রাম গুলোতে রক্তদানের উপকারিতা ও রক্তের গুরুত্ব মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন ও ভিডিও প্রদর্শনী করে থাকে।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ২০০ জন বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় সেবা গ্রহণ করে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করি। ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ এখন পর্যন্ত ৪০০ জন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে।

তবে এই মানবিক কাজ যে মানুষগুলো দিনরাত শ্রম দিয়ে চলমান রেখেছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মোঃ নাছিম আহমেদ, সভাপতি মোঃ বাশারুল ইসলাম,সহ-সভাপতি মোঃ মিঠন রানা,সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (সাজু),যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ তুহিন রানা,যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ সোনিয়া খাতুন, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ ফারজানা দীপা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মফিজুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক মোছাঃ সাদিয়া ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারিহা মুসতাকি রিয়া, অর্থসম্পাদক মোঃ আকাশ আহাম্মেদ, দপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, উপ-দপ্তর সম্পাদক মোঃ মেনন আলী, প্রচার সম্পাদক মোঃ রায়হান আলী, উপ-প্রচার সম্পাদক মোঃ সোহরাব আলী, স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ ইভা খাতুন, উপ স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ তাসমিনা খাতুন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ মোহনা খাতুন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ফয়সাল হোসেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ চম্পা খাতুন,তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তায়েবা উর্মি সহ আরো অনেক সদস্যবৃন্দ।

কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন -এর স্বেচ্ছাসেবীরা সুধুমাত্র ব্লাড সংগ্রহের কাজ করেই থেমে নেই পাশাপাশি তারা নিজ এলাকাতে নানা ধরণের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এবং বিভিন্ন সমস্যা খুজে বের করে ও বিত্তবান সহ জনপ্রতিনিধিদের সাথে সহযোগিতা নিয়ে সামাজিক অতিদরিদ্র ব্যাক্তিদের তার সমাধান করে থাকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার কিছু তরুন-তরুনী সম্মিলিত ভাবে মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাচাতে যে রক্তের প্রয়োজন তার যোগান দিবে তারাই । এই লক্ষ নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের একাংশ কাথুলী ইয়ুথ লিডাররা একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরী করে থাকে।যার মাধ্যমে ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’।বর্তমানে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন -এর ১৫০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সার্বক্ষনিক প্রস্তুত রয়েছে।

কোন অসহায় মানুষ যেন রক্তের অভাবে মৃত্যু না হয় সেই লক্ষ্য তাদের কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়া থাকবে।

মেহেরপুরে শিকড় ৯৭ এর বার্ষিক পুনর্মিলনি ও শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ১৯৯৭ ব্যাচ ‘শিকড় ৯৭’ এর বন্ধুদের বার্ষিক পুনর্মিলনি ও শতাধিক দুস্থর ম◌াঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিকড় ৯৭ সংগঠনের সভাপতি ডা: কাজল আলী।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজকল্যান বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান জনি, যুুগ্ম সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রচার সম্পাদক আশেক খান, সহ

প্রচার সম্পাদক শাহিন বিশ্বাস, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মীর সাদিক ওয়াহিদ নিয়ন, সদস্য সন্দিপ কুমার দাস, আবু মো: সালেহ শুভ, জালাল উদ্দিন, নাহিদ রেজা, সদর হাসান নাহিদ: আব্দুল ওয়ালি রাজা, রানা হামিদ, আব্দুস সামাদ প্রমুখ।

এর আগে সকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেহেরপুর বনাম ঢাকা একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় মেহেরপুর একাদশ ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

উদীচী’র উদ্যোগে মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

উদীচী মেহেরপুর শাখা সংসদের উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে, মেহেরপুর পৌর শহরের সামসুজ্জোহা পার্কে অবস্থিত শহিদ মিনারে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি শ্রী সুশীল চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মিজানুর রহমান সহ উদীচীর জেলা সংসদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী জানান, উদীচী প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

কুষ্টিয়াতে নারী বাতায়নের উদ্যোগে কারাবন্দীরা মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদি ও হাজতি মহিলাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে কারাগারে বন্দী ৩৪ জন মহিলা ও মায়েদের সাথে থাকা ৪ জন শিশুদের মাঝে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় নারীদের নিয়ে কাজ করা মৌবন পরিচালিত ‘নারী বাতায়ন’ সংস্থার সভাপতি সাফিনা আনজুম জনির উদ্যোগে এসব বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগার পরিদর্শন শেষে কয়েদীদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

নারী বাতায়নের এমন মানবিক কর্মকান্ডের ভুয়সী প্রশংসা করে জেলা প্রশাসক বলেন, বন্দীদেরও পরিবার রয়েছে। অথচ এই কারাগারে থাকার কারনে অনেক সময় অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। ঠিক শীতের শুরুর এই সময়ে আজকের দেওয়া এই শীতবস্ত্র তাদের অনেকটা শীতের কষ্ট লাঘব করবে।

কারাগার পরিদর্শনকালে তিনি জেলে আটক কয়েদিদের খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের শৃংখলা মেনে সুন্দর জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

এসময় জেল সুপার আঃ বারেক, জেলার আবু মুছা, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন, জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নুরে সফুরা ফেরদৌস, দিশার সহকারী পরিচালক এম আর ইসলাম,ব্লাষ্টের সমন্বয়কারী এ্যাড. শংকর মজুমদার, নারী বাতায়নের কর্মকর্তা এসএম জামাল, মৌবন মাশালার সুপারভাইসার এমদাদ হোসেন সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।